Dept. Of Philosophy

Name of the teacher:- Achintya Ghosh

ন্যায় মতে সন্নিকর্ষ

ন্যায় মতে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান-ই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয় বলতে চক্ষু,কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক ও মন এই ছটি ইন্দ্রিয়কে বোঝায়। অর্থ শব্দ সৎ বা বাস্তব পদার্থকে বোঝায়। সন্নিকর্ষ শব্দ ইন্দ্রিয় ও অর্থের একপ্রকার বিশেষ সম্বন্ধ কে বোঝায়। ছটি ইন্দ্রিয়ের কোন একটির সঙ্গে বাস্তব পদার্থের সন্নিকর্ষ হলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে ইন্দ্রিয় অর্থ সন্নিকর্ষ কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের হেতু বলেছেন। তার মতে ইন্দ্রিথ অর্থ সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। অন্নংভট্ট সন্নিকর্ষ শব্দের দ্বারা লৌকিক সন্নিকর্ষ কে বুঝিয়েছেন। ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত অর্থ বা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষ হয় তাই লৌকিক সন্নিকর্ষ । অন্নংভট্ট ছটি লৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেছেন- ১। সংযোগ ২। সংযুক্ত সমবায় ৩। সংযুক্ত সমবেত সমবায় ৫। সমবেত সমবায় ৬। বিশেষণ বিশেষ্য ভাব।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নৈয়ায়িকরা লৌকিক সন্নিকর্ষ ছাড়াও সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষন ও যোগজ এই তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেছেন।অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে সন্নিকর্ষ বলতে লৌকিক সন্নিকর্ষ কে বুঝিয়েছেন। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ দীপিকা টিকায় উদাহরণসহ ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ ব্যাখ্যা করেছেন।

সংযোগ সন্নিকর্ষ: অন্নংভট্ট বলেন দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় সংযোগ সন্নিকর্ষ এর দ্বারা। চক্ষু ইন্দ্রিয় অথবা ত্বক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। যখন একটি ঘটে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বা একটি ঘটের স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় তখন চক্ষু ইন্দ্রিয় বা স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ওই ঘট দ্রব্যটির সংযোগ হয়। চক্ষু ইন্দ্রিয় ও স্পর্শ ইন্দ্রিয় দ্রব্য ঘটও দ্রব্য।অবয়ব অবয়বী ভিন্ন দুটি দ্রবের সম্বন্ধ সংযোগই হয়। অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা আন্তর দ্রব্য আত্মার প্রত্যক্ষের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়। মন দ্রব্য আত্মাও দ্রব্য। তাই তাদের সম্বন্ধে সংযোগী হয়। এভাবে দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সব সময় সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়। অন্নংভট্ট দীপিকা টিকায় বলেন আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হয়, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, ইন্দ্রের সঙ্গে অর্থ বা বিষয়ের সংযোগ হয় এবং তা থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ: ন্যায় মতে কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দ্রব্যের গুণ, কর্ম ও সামান্য বা জাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ এর দ্বারা। দ্রব্যের প্রত্যক্ষ সংযোগ সন্নিকর্ষ এর দ্বারা হলেও দ্রব্যে স্থিত গুন, ক্রিয়া বা জাতির প্রত্যক্ষ সংযোগ সন্নিকর্ষ দ্বারা হয় না। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘট রূপের প্রত্যক্ষ সংযোগ সন্নিকর্ষ দ্বারা হতে পারেনা। চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্রব্য, ঘটের রূপ একটি গুণ। এই দুটির মধ্যে সংযোগ সন্নিকর্ষ হতে পারে না। ন্যায় মতে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘট রূপ প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এক্ষেত্রে চক্ষুর সঙ্গে সংযুক্ত ঘটে রূপ সমবেত হয়।

Dept. Of Philosophy

Name of the teacher:- Achintya Ghosh

এটি পরম্পরা সম্বন্ধ। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গতিশীল বলের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এক্ষেত্রে চক্ষু সংযুক্ত বলে গতি সমবেত। ন্যায় মতে সামান্য বা জাতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হতে পারে। ঘটত্ব, গোত্ব, প্রভৃতি জাতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়।

সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুন বা কর্মে অবস্থিত সামান্য বা জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। আমরা যখন চক্ষু দ্বারা ঘট প্রত্যক্ষ করি তখন ঘট রূপ কেউ প্রত্যক্ষ করি এবং ঘট রূপে আছে যে রূপত্ব জাতি সেটিও প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ঘটের প্রত্যক্ষ ও ঘট রুপের প্রত্যক্ষ যে সন্নিকর্ষের দ্বারা হয় তাদের দ্বারা রুপত্ব জাতির প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। রূপে অবস্থিত রুপত্ব জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ হয় । এক্ষেত্রে চক্ষু সংযুক্ত ঘটে ঘট রূপ সমবেত হয় বা সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং ওই ঘট রূপে রুপত্ব জাতি সমবেত হয়। এইভাবে চক্ষু দ্বারা ঘট রূপে বর্তমান রুপত্ব জাতির প্রত্যক্ষ সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ দ্বারা হয়।

সমবায় সন্নিকর্ষঃ ন্যায় মতে আকাশ নামক অতীন্দ্রিয় দ্রব্যের শব্দ নামক গুণের প্রত্যক্ষ হয় কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা। শব্দের প্রত্যক্ষ–এ সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। ন্যায় মতে শ্রবণেন্দ্রিয় মানে আকাশ । আকাশ দ্রব্য, শব্দ আকাশের গুন। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধে সমবায় হয়। সুতরাং আকাশ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শব্দের সমবায় সন্নিকর্ষ হয়।

সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষঃ আমরা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা কেবল শব্দ প্রত্যক্ষ করি না, বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ শব্দের অনুগত ধর্ম শব্দত্ব জাতিও প্রত্যক্ষ করি। কর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দত্ব জাতির প্রত্যক্ষে সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এক্ষেত্রে শব্দত্ব জাতি শব্দে সমবেত আবার আকাশে সমবেত।

বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষঃ ন্যায় মতে ভাব পদার্থের মত অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায় মতে অভাব একটি স্বতন্ত্র পদার্থ এবং অভাবের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হয়। অভাবের গ্রাহক ইন্দ্রিয়। অভাব প্রত্যক্ষে বিশেষণ বিশেষ্য সন্নিকর্ষ হয়। ন্যায় মতে সাধারণত অভাব যে অধিকরনে থাকে তার বিশেষণ হয়। এভাবে যখন ভূতলে ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তখন বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষ হয়। উক্ত জ্ঞানে ভূতল বিশেষ্য ঘটাভাব ভূতলের বিশেষণ হয়। এভাবে বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষের দ্বারা ভূতলে ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়।